International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 453-455

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 453-455
www.allresearchjournal.com
Received: 09-12-2020
Accepted: 20-01-2021

Dr. Indrajit Pramanik
Former PhD Scholar,
Department of Sanskrit,
Pali & Prakrit, Visva Bharati
University, Santiniketan,
West Bengal, India

Corresponding Author:
Dr. Indrajit Pramanik
Former PhD Scholar,
Department of Sanskrit,
Pali & Prakrit, Visva Bharati
University, Santiniketan,
West Bengal, India

বিশাখদত্তের নাট্যরচনায় শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতিফলন- একটি দৃষ্টিকোণ

Dr. Indrajit Pramanik

Abstract
Vishkhadatta created a completely new genre in Sanskrit Literature by bringing mainstream politics into literature. In post -Kalidasa era, this type of subject in a play was very rare. After the destruction of Nanda dynasty, Chandra Gupta Maurya ascended the throne. The theme of the play is to bring Nanda's trustworthy Amatya Rakshas in to the confidence of Chandra Gupta's. While depicting the characters Vishkhadatta showed his exquisite mastery in representation of various characters by showing different shades of them. Like other side roles, equal importance was also given on the child character too. Every character, though being in a certain genre is also unique in their own ways. The amount of imagination engulfed in these child characters represents the reality on one hand and at the same time enlivens the motion of the play to another height. Mastery of Vishkhadatta while depicting the child character does not merely lie in the dialogue, acting or representation only but the inherent psychological traits analysed in a completely different manner uplifts the play on a different level. All the devices tried by Chanakya to convince Amatya Rakshas and the efforts of Rakshas's wife to safe guard the family from Chanakya's espionage system helps to depict the infancy of her son. Though her mother tries to confine her son in a safe house but an infant heart can't be captured and ultimately breaks free. The natural curiosity of a child is universal and nothing can contain that. The spontaneous exuberance of an infant represented by Rakshas's child bears the signature of natural reflex of a child. The unique signature of Vishkhadatta's creation has come to full bloom through the depiction of this child character.

Keywords: Mainstream, destruction, ascended, initiatives, engulfed, spontaneous, exuberanc

Introduction
কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বিশাখদত্ত সংস্কৃত নাট্যসাহত্যের জগতে এক নতুন ধারার প্রবর্তক। তাঁর রচিত সপ্তমাঙ্ক বিশিষ্ট 'মুদ্রারাক্ষসম্' সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের ইতিহাসে এমন একটি নাটক যা স্ত্রীভূমিকা বর্জিত ও রাজনীতিকে অবলম্বন করে রচিত। নাটকটির প্রস্তাবনায়[1] প্রদত্ত নাট্যকারের সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় থেকে আমরা জানতে পারি বিশাখদত্ত বা বিশাখদেব মহারাজ ভাস্কর দত্তের (নামান্তরে পৃথুর) পুত্র এবং সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র। কিন্তু তাঁর পিতা বা পিতামহ কোন্ রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন এই বিষয়ে নাট্যকার নীরব থেকেছেন। তাঁর এই নীরবতার ফলেই কবির জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ দুটি মত গড়ে উঠেছে। একদল সমালোচক বিশাখদত্তকে বিহারের অধিবাসী রূপে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। Telang মহোদয় এই মতের প্রধান প্রবক্তা। অন্যদল আবার বাংলার অধিবাসী রূপে বিশাখদত্তকে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নাটকের প্রস্তাবনায় এবং অন্যত্র প্রাপ্ত তথ্যগুলি কিন্তু বিশাখদত্তের বাঙালিয়ানার পরিচায়ক। কারণ নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের সংলাপে আমরা পাই-

"চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্বকারিকা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে।।"[2]

তবে তিনি ঠিক কোন সময়কার কবি এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বর্তমান। অনেকের মতে মৌখরীরাজ অবন্তিবর্মার [3] সময়ে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগই কবির স্থিতিকাল। কেউ কেউ অনুমান করেন বিশাখদত্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক এবং তাঁর জীবৎকাল ৪র্থ-৫ম শতকের মধ্যবর্তী। M. Krishnamachariar খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীকে মুদ্রারাক্ষসের রচনাকাল বলে স্থির করেছেন। [4]

বীররস প্রধান মুদ্রারাক্ষস নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য- এখানে গতানুগতিক প্রেম কাহিনী অনুপস্থিত। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি বৃহদাকার রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হল লৌকিক বা অলৌকিক প্রণয় কাহিনী। কিন্তু বিশাখদত্ত সেই প্রচলিত প্রথা বর্জন করে নতুন আঙ্গিকে এই নাটকটি উপস্থাপিত করেছেন। এমন নাটক সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যই বিরল। নন্দ বংশ ধ্বংসের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসনে আরোহন করেন। তাঁর বিচক্ষণ কূটকৌশলী মন্ত্রী চাণক্য কতৃক নন্দের অনুগত বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনয়ন করাই নাটকটির মূল উপজীব্য বিষয়। কূটনীতির সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম প্রয়োগ থাকলেও নাট্যকারের নৈপুণ্যে তা ঘটনা প্রবাহের জটিলতা সৃষ্টি করে নি। নাটকীয় ঘটনার ঐক্য এবং সংহতি নাটকটিকে সফল নাটকের মহিমায় মণ্ডিত করেছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ক্রিয়াগত ঐক্যবিধির এমন সার্থক রূপায়ণ দুর্লভ। তাই Wilson মন্তব্য করেছেন- "It may be difficult in the whole range of dramatic literature to find a more successful illustration of the rule." [5]

নাট্যকৌশল ও কাব্যসৌন্দর্য্যের পাশাপাশি নাটকীয় চরিত্র উপস্থাপনায় অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে নাটকটিতে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি এক অভিনব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অঙ্কিত প্রতিটি চরিত্র এক একটি বিশেষ শ্রেণীভূক্ত হয়েও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তাঁর অঙ্কিত অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় শিশু চরিত্রও হৃদয়গ্রাহী ও অনিন্দ্য সুন্দর। শিশুচরিত্রের আলেখ্য নির্মাণেও নাট্যকারের শিল্প নিষ্ঠার ছাপ সুস্পষ্ট। নাট্যকারের কল্পনা বৈভবে এই শিশু চরিত্রগুলি একদিকে যেমন বাস্তবোচিত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে অপরদিকে তেমনি নাট্যকাহিনীর গতিবৃদ্ধি তথা সার্থকতায় বিশষ সহায়তা করেছে।

তিনি শিশুচরিত্র অঙ্কনে শুধু অভিনয়, সংলাপ, নাটকীয় রসবোধ কিংবা অলংকরণ সৃষ্টিতে নয়, সেই সঙ্গে শিশুমনস্তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও তুলে ধরেছেন যার ফলস্বরূপ চরিত্রগুলি আরও সজীবতা ও স্বাভাবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। উক্ত নাটকে রাক্ষস শিশুপুত্রের কথাই ধরা যাক, তার স্বভাবসুলভ সহজাত প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে নাট্যকারের শিশুমনস্তত্ত্বের নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে। যদিও রাক্ষস পুত্র নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হয় নি। নাটকের প্রথম অঙ্কে শিশু চরিত্রটির উল্লেখ একবার মাত্র শুধু নিপুণক নামক গুপ্তচরের বক্তব্যে পাওয়া যায়- "ততশ্চ একস্মাদপবরকাৎ পঞ্চবর্ষীয়ঃ প্রিয়দর্শনীয়শরীরাকৃতিঃ কুমারকো বালত্বসুলভকৌতুহলোৎফুল্লনয়নো নিষ্ক্রমিতুং প্রবৃত্তঃ।" [6] অর্থাৎ রাক্ষসের পাঁচ বৎসরের বয়সের কোন একটি পরম সুন্দর বালক শৈশব সুলভ কৌতুহলে উৎফুল্ল লোচনে একটি ক্ষুদ্র গৃহ থেকে বাইরে আসতে চাইল। মঞ্চস্থ না হলেও গুপ্তচরের উক্তির মধ্য দিয়ে রাক্ষস পুত্রের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে- সে পঞ্চবর্ষীয়, শৈশব সুলভ, কৌতুহলী এক পরম সুন্দর বালক। যদিও তার নামের বিষয়ে কোন তথ্য জানা যায়নি।

ঘটনার প্রেক্ষাপট বিষয়ে বলা যায় -নন্দবংশের মূলোচ্ছেদ করেও চাণক্যের ক্রোধ প্রশমিত হয় নি। নন্দ রাজাদের একান্ত অনুগত অমাত্য রাক্ষস ঐ বংশেরই অনুগত কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে প্রভুভক্তির কারণে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধী শক্তিকে সংহত করতে চাইলে চাণক্য বৃদ্ধ সর্বার্থসিদ্ধিকে হত্যা করিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রজাদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে যে -পার্বত্যরাজ পর্বতকের পুত্র মলয়কেতুকে নন্দরাজ্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাক্ষস তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছেন এবং ম্লেচ্ছ রাজাদের একত্রিত করে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করার জন্য তৎপর হয়েছেন। চাণক্য মনে করেন যে নন্দবংশের মূলোচ্ছেদ হলেও সেই বংশের অসাধারণ গুণসম্পন্ন অমাত্য রাক্ষস যতদিন না চন্দ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করছেন ততদিন পর্যন্ত তাঁর বিজয় সমাপ্ত হবে না। চাণক্য তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজ্যের সর্বত্র বিশ্বস্ত অনুচরদের নিযুক্ত করেছেন। রাক্ষসের গতিবিধি জানার জন্য সেই সব গুপ্তচরেরা ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের সর্বত্র। শুধু যে শত্রুকে দুর্বল করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হচ্ছে- তা কিন্তু নয়। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিরক্ষার জন্য একান্ত অনুগত ও সর্বপ্রকারে পরীক্ষিত ব্যক্তি বর্গকে তাঁর চতুর্পার্শ্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। চাণক্যের অনুমান রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ চন্দ্রগুপ্তের বিরোধী সব রাজাদের একত্রিত করার জন্য নিশ্চয় গোপনে কুসুমপুর পরিত্যাগ করেছেন এবং দ্রুত কুসুমপুর পরিত্যাগের সময় অমাত্য রাক্ষসের পক্ষে স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। অতএব নিশ্চয় কোন অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর গৃহে রাক্ষস তাঁদের রেখে গিয়েছেন। রাক্ষসের পরিবার সঠিক ভাবে কোথায় অবস্থান করছে সেটা জানা চাণক্যের পক্ষে একান্ত জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ স্ত্রী পুত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হলেই রাক্ষসের হদিশ পাওয়া সম্ভবপর হবে।

রাক্ষসের স্ত্রী ও পুত্র অবশ্যই নগরের কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির গৃহে আত্মগোপন করে আছে এরূপ অনুমান করে চাণক্যের নির্দেশে গুপ্তচর নিপুণক যমপট নিয়ে গান করতে করতে নগরের সন্দেহস্থল গুলিতে পর্যটন করতে বেরিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে সে চন্দনদাস নামক এক বণিকের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। সেই সময় স্বভাব সুলভ কৌতুহলী একটি বালক সেই যমপট দেখার আগ্রহে গৃহের বাইরে বেরিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ একজন রমনী সেই গৃহ থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুতগতিতে বালকটিকে ধরে ফেলে গৃহের অন্দরে নিয়ে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় অজ্ঞানবশতঃ অত্যাধিক ক্ষিপ্রতার দরুণ সেই রমনীর কোমল হস্তাঙ্গুলি থেকে খসে পড়ে একটি অঙ্গুরীয়ক এবং সেটি সকলের অলক্ষে নিপুণকের পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে পড়ে। ঐ অঙ্গুরীয়কে রাক্ষসের নামাক্ষর মুদ্রিত দেখে নিপুণকের বুঝতে অসুবিধা হল না, সে তার বিশ্লেষণী বুদ্ধির সাহায্যে অতি সহজেই বুঝে ফেলে যে, দরজার অন্তরালে অবস্থানকারী রমণীই হলেন অমাত্য রাক্ষসের স্ত্রী এবং ঐ কৌতুহলী বালক রাক্ষসের শিশুপুত্র। অতি সন্তর্পণে তৎক্ষণাৎ সে অঙ্গুরীয়কটি নিয়ে এসে তুলে দেয় চাণক্যের হাতে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য রাক্ষসপুত্রটি নাট্যমঞ্চে উপস্থিত হয়নি বলে তাকে আমরা নাটকের পাত্র হিসাবে গণনা করতে পারিনা। কিন্তু শিশু পুত্রটির এই এই আংটি বৃত্তান্ত নাট্যকাহিনীকে এক নতুন দিকে মোড় দিয়েছে। নাট্যকারের ইচ্ছা যেন তেন প্রকারেণ রাক্ষস যাতে চাণক্যের বশীভূত হয় এবং চন্দ্রগুপ্তের অমাত্যপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাক্ষস শত্রুপক্ষের অমাত্যপদ গ্রহণে

কিছুতেই রাজী নন। বরং চন্দগুপ্তের বিরোধী সমস্ত রাজাকে একত্রিত করে নন্দ বংশের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট। সুতরাং নাট্যকার চাইছিলেন এমন একটি চাবিকাঠি যার দ্বারা রাক্ষসকে চাণক্য বশীভূত করতে পারেন। যমপট বৃত্তান্ত, রাক্ষস পুত্রের বাইরে বেরিয়ে আসা, রাক্ষস পত্নীর আঙুল থেকে আংটি খসে পড়া এ সবই নাট্যকারের সেই চাবিকাঠির অবতারণা। সমগ্র নাটকে এই আংটি বৃত্তান্তের প্রভাব সুদূর প্রসারী। আংটি পেয়ে দূরদর্শী চাণক্যের সামনে উন্মোচিত হয় রাক্ষসকে বশীভূত করার এক নতুন পন্থা। রাক্ষসকে হস্তগত করার উপায় হিসাবে এই আংটি যে নিঃসন্দেহে অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে একথা ভেবে চাণক্য উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। তৎক্ষণাৎ ভেদনীতির প্রয়োগে বুদ্ধি তার মস্তিষ্কে জাগ্রত হয়েছে। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাক্ষস বন্ধু শকটদাসকে নিয়ে একটি শিরোনাম বিহীন স্বাক্ষর পত্র লিখিয়ে তাতে রাক্ষসের নামাঙ্কিত মুদ্রার ছাপ দেওয়া, এছাড়া বিশ্বাস উত্পাদনের জন্য অলঙ্কার পেটিকার উপর রাক্ষসের নামাঙ্কিত মুদ্রার শীলমোহর ইত্যাদি কাজগুলি খুব সন্তর্পণে ও গোপনে করেছেন। যার ফলস্বরূপ মুদ্রার ছাপ দেখে পরবর্তীকালে মলয়কেতুর মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে যে এই পত্র এবং অলংকারের পেটিকা রাক্ষসই প্রেরণা করেছেন চন্দ্রগুপ্তের কাছে। এই ভাবে রাক্ষসের নামাঙ্কিত মুদ্রার সাহায্যে চাণক্য তাঁর ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছে গেছেন।

ঘটনা হল রাক্ষসকে খুঁজে পেতে চাণক্য মরিয়া, তার সন্ধানের জন্য গোটা কুসুমপুর জুড়ে চাণক্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছেন- এই খবরটি রাক্ষস বেশ ভালভাবেই জানেন। তাই অতি সন্তর্পণে, গোপনে, কোনক্রমে অভিন্ন হৃদয় বণিক বন্ধুর গৃহে স্ত্রী ও পুত্রকে লুকিয়ে রেখে চন্দ্রগুপ্তকে পরাভূত করতে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গোপনে বিভিন্ন রাজাদের সাথে মিলিত হচ্ছেন। এই জন্য তাকে কুসুমপুর পরিত্যাগ করতে হয়েছে।

এদিকে রাক্ষসকে তো বটেই তাঁর স্ত্রী-পুত্রের হদিশ পেতে চাণক্য মরিয়া। কারণ রাক্ষসের স্ত্রী পুত্রকে মাধ্যম করে রাক্ষসের নাগাল পেতে বেশি বেগ পেতে হবে না। তাই রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান পাওয়ার জন্য চাণক্য গোটা কুসুমপুর জুড়ে গুপ্তচর নিয়োগ করেছেন। চণক্যের এই অভিপ্রায় রাক্ষস পত্নী সম্যক ভাবেই অবহিত। তাই লোকালয় থেকে রাক্ষস পত্নী সদা সচেতন। শুধু তাই নয়, শিশু পুত্রটিকেও সচেতন করে দেওয়া হয়েছে যাতে কোন ভাবেই সে বাড়ির বাইরে না যায় এবং তার জন্য শিশুটিকে সর্বদা চোখের সামনে রাখা হয়েছে। কারণ একটু অসতর্ক হলেই চাণক্যের কাছে পৌঁছে যাবে তাদের গোপনীয় স্থানের ঠিকানা। কিন্তু হাজার বিধি নিষেধকে অগ্রাহ্য করেই সেই শিশু কৌতুহল বশতঃ যমপট দেখার জন্য বাড়ির বাইরে ছুটে এসেছে। মায়ের শত অনুশাসন তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আর এখানেই নাট্যকারের শিশুমনস্তত্ত্বের আসল নিদর্শনটি ফুটে উঠেছে। কারণ শিশু তো শিশুই। সে যদি বড়দের মত নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাপরায়ন, চিন্তাশীল, অগ্র-পশাৎ বিষয়ে সম্যক বিবেচনা পূর্বক পদার্পণ করত তাহলে তাকে আর শিশু বলা হবে কেন? কৌতুহলী মনের কৌতুহল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত থেমে থাকবে না। হোক না বাধা বিপত্তি, সেই বিধি নিষেধের কোন পরোয়া না করেই কচিমনে যখন যা ইচ্ছা জাগবে তাই করবে। যদিও এর পরিণাম হতে পারে সমূহ বিপদ, তবু তার জন্য সে বিচলিত নয়, থেমে থাকার পাত্র নয়, ভাবখানা এমন যখন হবে দেখা যাবে, তাই হাসি কান্না তাদের নিত্য সঙ্গী। এরূপ আচরণ না করে যদি সে মায়ের নির্দেশ মত চুপটিসারে ঘরের এক কোণে বসে থাকত তাহলে বরং শিশুসুলভ বিরূদ্ধ কর্মই করা হত যা শিশুর স্বাভাবিক আচরণের বিপরীত ধর্মী। এরূপ আচরণ শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিকে আঘাত দিত, শিশুর স্বাভাবিক আচরণে হস্তক্ষেপ করা হত যা নাট্যকারের কখনও কাম্য নয়। তাই এখানে রাক্ষস পুত্রটির কৌতুহল পূর্ণ চপলতার যে আচরণটি প্রস্ফুটিত হয়েছে তা শিশুর স্বভাব সুলভ, সহজাত প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রতিফলন।

তথ্যসূত্রঃ

1. ".....সামন্তবটেশ্বরদত্তপৌত্রস্য মহারাজপদভাক্ পৃথুসূনো কবের্বিশাখদত্তস্য....."
2. মুদ্রারাক্ষসম্, শ্লোক নং-১/৩
3. মুদ্রারাক্ষসের ভরতবাক্যে অবন্তিবর্মার নাম উল্লিখিত আছে।
4. HCSL: M. Krishnamachariar 606.
5. History of Sanskrit Literature: D.K.Das, 164.
6. মুদ্রারাক্ষসম্- সীতানাথ আচার্য্য ও দেবকুমার দাস সম্পাদিত, ১ম অঙ্ক, পৃষ্ঠা নং-২০

দাস, দেবকুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৯ (৩য় সংস্করণ) ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৮ (১ম সংস্করণ) ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬ (১ম সংস্করণ) ।

বিশাখদত্ত, মুদ্রারাক্ষস, সম্পাদক সীতানাথ আচার্য্য এবং দেবকুমার দাস, কলকাতা : সদেশ, ১৪১৫ (দ্বিতীয় সংস্করণ), মুদ্রিত ।

বিশাখদত্ত, মুদ্রারাক্ষস, সম্পাদক উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১১ ।

ভৌমিক, জাহ্নবি চরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (বৈদিক ও লৌকিক) কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (৩য় সংস্করণ)।

Agarwall HR. A Short History of Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal. 1963.

Dasgupta SN, Dey SK. A History of Sanskrit Literature (Classical Period). Kolkata: University of Calcutta. 1975 (2nd ed.).

Jagirdar RV. Drama in Sanskrit Literature. Bombay: Popular Book Depot. 1947(1st ed.).

Keith AB. A History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD 1996.

Krishnamachariar M. History of Sanskrit Literature. Delhi: MLBD. 1989.

Macdonell. Arthur Anthony. History of Classical Sanskrit Literature. Delhi: Munshiram Monaharlal. 1958.